৬

ঈশ্বর মানব বেশে

নতুন নিয়মের প্রথম চার খানা পুস্তকে (মথি, মার্ক, লূক, যোহন) পৃথিবীতে যত কাহিনী পাওয়া যাবে তাহাদের মধ্যে আশ্চর্য কাহিনী উল্লেখ করা হয়েছে। উহাতে প্রকাশ করা হয়েছে, কিভাবে ঈশ্বর মানব হয়ে আসলেন। তাহারা এই বলে যে, যীশু খ্রীষ্ট ঈশ্বরের পুত্র, এই পৃথিবীতে মানব বেশে প্রবেশ করেন আমাদের পাপের জন্য মৃত্যুবরণ করেন এবং যাহারা তাঁহাকে গ্রহণ করবে তাহাদের জন্য পরিত্রাণ, অথবা তাহাদের পাপের ক্ষমা এবং অনন্ত জীবন আনয়ন করলেন।

নতুন নিয়ম ইতিহাস পুস্তক নয় উহা পরিত্রাণ সম্পর্কে অধ্যয়ন, যাহার কেন্দ্র বিন্দুতে দেখায় যে, কিভাবে ঈশ্বর পুত্র আমাদের উদ্ধার করতে আমাদের মত একজন হয়েছেন। অতত্রব মথি, মার্ক, লূক এবং যোহন শুধুমাত্র প্রভুর জীবন সম্পর্কে অধ্যয়ন নয়। উহা মিশন সংবাদ, উহাদের মধ্য হতে আমরা পাব "বাছাইকৃত ইতিহাস" যাহা মানুষের পরিত্রাণ সম্পর্কিত। অতএব যোহন ২১:২৫ বলেছে যে, "যীশু আরও অনেক কর্ম করিয়াছিলেন; সেই সকল যদি এক এক করিয়া লেখা যায়, তবে আমার বোধ হয়, লিখিতে লিখিতে এত গ্রন্থ হইয়া উঠিত যে জগতেও তাহা ধরিত না"।

উহার মধ্যে কি কি প্রধান ঘটনা যাহাতে আমাদের কাছে নতুন নিয়মে যীশু সম্পর্কিত আমাদের পরিত্রাণের কথা বলতেছে, যীশু খ্রীষ্ট সম্পর্কিত সত্য কোনটি?

যীশুই ঈশ্বর ছিলেন ও আছেন

প্রথম সত্য হল যে, আমাদের অবশ্যই গ্রহণ করতে হবে যে তিনি ঈশ্বর ছিলেন ও এখনও আছেন।

তাঁহার জন্ম থেকেই কি তাঁহার জীবনের শুরু ছিল? না, আমাদের প্রভুর শুরু বৈথলেহমের জন্ম থেকে হয় নাই। তাঁহার জন্ম ছিল শুধু মানবদেহ ধারণ করা এবং মানব হওয়া।

ঈশ্বর হল পদবীর মত। যেমন আপনার পদবী আপনার পরিবারের অন্য সদস্যদের সাথে একই পরিচিতি দেয়। উহা যোগ সুত্রতা করে একজনের সাথে অন্য একজনের এবং একত্রে একটি পরিবার গঠন করে। একই ভাবে "ঈশ্বর" শব্দটি হল পদবী। বাক্যে আমরা পাই ঈশ্বর পিতা, ঈশ্বর পুত্র, এবং ঈশ্বর আত্মা। এই ঈশ্বরত্বের দ্বিতীয় সদস্য হলেন যীশু, আমাদের জন্য মানব হয়েছিলেন।

একটি পদ যাহা সবচেয়ে স্পষ্ট করে প্রকাশ করে যে যীশুই অনন্তকালীন ঈশ্বর, আর তাহা হল, যোহন ১:১-৫।[1] যোহন বলেছে যে, যীশুই ঈশ্বর আছেন এবং সর্বদা ঈশ্বর ছিলেন।

> আদিতে বাক্য[2] ছিলেন, এবং বাক্য ঈশ্বরের সহিত ছিলেন, এবং বাক্য ঈশ্বর ছিলেন। তিনি আদিতে ঈশ্বরের কাছে ছিলেন। সকলই তাঁহার দ্বারা হইয়াছিল, যাহা হইয়াছে, তাহার কিছুই তাঁহা ব্যতিরেকে হয় নাই। তাঁহার মধ্যে জীবন ছিল, এবং সেই জীবন মনুষ্যগণের জ্যোতি ছিল। আর সেই জ্যোতি অন্ধকারের মধ্যে দীপ্তি দিতেছে, আর অন্ধকার তাহা গ্রহণ করিল না।

---

[1]যোহন তাহার সু-সমাচার আরম্ভ করেন ইতিহাসের পুর্বে। তিনি অনন্তকালীন ঈশ্বরকে দিয়ে আরম্ভ করেন।

[2]"আলেক্সান্ড্রিয়ার ফিলোর *Logos* সম্পর্কে অনেক কথা বলার ছিল। তাহার পদ্ধতিতে ছিল ঈশ্বর এবং মানুষের মধ্যে এক প্রাথমিক নীতি, কিন্তু *Logos* মাংসে মুর্তিমান হতে পারে তাহা অস্বীকার করেন। যখন যোহন বলেন যে *Logos* মাংসে মুর্তিমান হলেন তিনি পরিস্কার ভাবে ফিলোর থেকে আলাদা অন্য ধরনের *Logos* ব্যাবহার করেন। কারন তাহার মহা শিক্ষার দ্বারা, ফিলো একজন *Logos* কে উপস্থিত করতে পারেন নাই যিনি মানুষের মধ্যে বসবাস করতে পারেন, যিনি মানুষকে ঈশ্বরের পুত্র হতে উদ্বুদ্ধ করতে পারেন অথবা শক্তি যোগাতে পারেন। ইহা ছিল গ্রীক জগতের নতুন এক উপকরন" (Donald Guthrie, *A Shorter Life of Christ* [Grand Rapids, Mich.: Zondervan, 1970], 73)।

এই পঙক্তিতে চারটি মহা সত্য পাওয়া যায় উহা নিয়ে আমাদেরকে একটু চিন্তাভাবনা করতে হবে:

১। আমরা দেখতে পাই যে যীশু সৃষ্ট কোন সৃষ্টি নয়। পূর্ব বিরাজমান সত্তা না হয়েও কিভাবে যীশু একজন মানব হলেন? কোন মানুষের জন্ম এবং মৃত্যুর তফাৎ দেখে আমরা বলতে পারিনা যে, তাঁহার জীবন যখন তিনি গর্ভে আসেন তখন শুরু হয় নাই, কিন্তু আমরা যীশু সম্পর্কে উহা বলতে পারি। তিনি তাঁহার জন্মের সময় থেকে অথবা যখন তিনি পুনরুত্থিত হয়েছিলেন তখন থেকে ঈশ্বর পুত্র হন নাই। কোন শুরু ছাড়াই তিনি ঈশ্বর। তিনি সর্বদা ছিলেন এবং সর্বদা থাকবেন।

তিনি বলেছেন যে, তিনি পৃথিবী সৃষ্টির পূর্বে পিতার সাথে ছিলেন (যোহন ১৭:৫)। তিনি বলেছেন, "কারণ ... আমি ঈশ্বরের নিকট হইতে বাহির হইয়া আসিয়াছি৷ আমি পিতা হইতে বাহির হইয়াছি, এবং জগতে আসিয়াছি; ..." (যোহন ১৬:২৭,২৮)। তিনি অবশ্য আরও বলেছিলেন, "কেননা জগৎ পত্তনের পূর্বে তুমি আমাকে প্রেম করিয়াছিলে" (যোহন ১৭:২৪বি)। প্রত্যেকেই দৈহিক জন্মের মাধ্যমে জীবনে এসেছেন, কিন্তু যীশু, আয়ুর আদি অথবা জীবনের অন্ত জানতেন না (ইব্রীয় ৭:৩)। তিনি সম্পূর্ণরূপে অনন্তকালীন এবং সম্পূর্ণভাবে ঈশ্বর।

আমাদের মত নয়, তিনি ইচ্ছাকৃত ভাবে জন্ম নিলেন এবং জীবনের স্বাদ গ্রহণ করলেন। তাঁহার জাগতিক জীবনে তিনি তাঁহার ঈশ্বরত্বকে তুলে রাখেন নাই, কিন্তু ইচ্ছাকৃত ভাবে ঈশ্বর হিসেবে চরিত্রটি ব্যবহার করেন নাই। যে কোন সময়ে তাঁহার ইচ্ছা তিনি তাঁহার ঐশ্বরিক শক্তি ব্যবহার করতে পারতেন অথবা ঐশ্বরিক ইচ্ছা যাহা তাঁহার ছিল, তাহা প্রয়োগ করতে পারতেন (ফিলি ২:৬)।

২। আমরা দেখতে পাই যে, ঈশ্বর যীশুর দ্বারা পৃথিবী সৃষ্টি করেছিলেন। তিনি হলেন সত্যিকার বিশ্বের প্রভু। ১করি ৮:৬ পদে ইহাই বলেছে "তথাপি আমাদের জ্ঞানে একমাত্র ঈশ্বর সেই পিতা, যাঁহা হইতে সকলেই হইয়াছে, ও আমরা যাঁহারই জন্য; এবং একমাত্র প্রভু সেই যীশু খ্রীষ্ট, যাঁহার দ্বারা সকলই হইয়াছে, এবং আমরা যাঁহারই দ্বারা বিদ্যমান আছি"। কলসীয় ১:১৬ পদ একই কথা বলেঃ

"স্বর্গে ও পৃথিবীতে, দৃশ্য কি অদৃশ্য যাহা কিছু আছে, সিংহাসন হউক, কি প্রভুত্ব হউক, কি আধিপত্য হউক, কি কর্তৃত্ব হউক, সকলই তাঁহার দ্বারা ও তাঁহার নিমিত্ত সৃষ্ট হইয়াছে"।

৩। আমরা দেখি যে, সমস্ত জীবকে যীশু জীবন দেন এবং তিনি মৃতকে পুনরুত্থিত করতে পারেন (যোহন ১১:২৫ দেখুন) তিনি জীবনের মালিক।

৪। আমাদেরকে অবশ্যই এই সিদ্ধান্তে আসতে হবে যে, তিনি জীবন এবং মৃত্যুর প্রভু। তিনি সবকিছু সৃষ্টি করেছেন, এবং রক্ষা করছেন, জীবন দান করেন ও মৃতের উপরে ক্ষমতা রাখেন।

প্রভু জাগতিক জীবন সম্পর্কে আমরা কি সবকিছু বুঝতে পারি? অবশ্যই আমরা পারিনা। একজন মানব কীভাবে সম্পূর্ণভাবে ঈশ্বরকে বুঝতে পারেন? কোন প্রকার সত্যকে বিশ্বাস করতে উহাকে সম্পূর্ণ ভাবে বুঝতে হবে না। আমার বোধগম্য হয়না যে, ঈশ্বর কিভাবে পৃথিবীকে সৃষ্টি করেছিলেন, কিন্তু আমি বিশ্বাস করি তিনি করেছিলেন। আমি বুঝতে পারি না, যে কিভাবে যীশু মৃত্যু থেকে উঠেছিলেন কিন্তু আমি বিশ্বাস করি তিনি উঠেছিলেন। তেমনি, আমি বুঝিনা কিভাবে ঈশ্বর, যীশু খ্রীষ্ট, মানব হলেন, কিন্তু আমি বিশ্বাস করি তিনি হয়েছিলেন।

যীশু, ঈশ্বর পুত্র, মানব হলেন

যীশু সম্পর্কিত পরবর্তী সত্য যাহা নিয়ে আমাদের চিন্তা করতে হবে তাহলো, তিনি সম্পূর্ণভাবে মানব ছিলেন। আসুন এই সত্যকে আমাদের মনে প্রবেশ করাই: যীশু ঈশ্বর পুত্র, মাংস পরিবেষ্টিত ছিলেন। যীশু ছিলেন, আছেন, এবং সর্বদা ঈশ্বরের পুত্র থাকবেন, কিন্তু তিনি তার জন্মের মাধ্যমে মনুষ্য-পুত্র হলেন।

পৌল বলেছেন যে, যীশু কিভাবে স্বর্গ ছেড়ে এই পৃথিবীতে এলেন (ফিলি ২:৫-৮)। দেখুন কিভাবে যীশু স্বর্গ ছেড়ে এসে আমাদের মত হলেনঃ

প্রথমত, তিনি স্বর্গ ছেড়ে এলেন। তাঁহার পিতার অসীম প্রেম

ছেড়ে আসলেন। যেখানে কোন হিংসা নেই, সেই স্থান ছেড়ে আসলেন- একটি স্থান যাহা ছিল ঈর্ষা, হিংসা এবং সন্দেহ মুক্ত। তিনি সুন্দর সত্তা ছেড়ে আসলেন যেখানে বিবাদ, দ্বন্দ্ব, মতৈক্য নেই, এমন স্থান যেখানে নেই ভুল বুঝা-বুঝি অথবা দ্বিধাদ্বন্দ্ব নেই। তিনি স্বর্গীয় প্রাচুর্যতা ত্যাগ করলেন। তিনি মনোনয়ন করেছিলেন এমন স্থান ত্যাগ করার জন্য যেখানে অর্থের অভাব নেই, দারিদ্রতা আঘাত করবে না এবং যেখানে কোনদিন কাহাকেও ক্ষুধার্ত বা তৃষিত হতে হবে না।

দ্বিতীয়ত, তিনি মানব হলেন। তাঁহার জন্ম তাঁহার উৎপত্তি প্রকাশ করে না কিন্তু তাঁহার মানব বেশে নির্দিষ্ট সময়ে প্রকাশ। তিনি অনন্ত কাল এবং সময়ের মিলন স্থলে ছিলেন অর্থাৎ ঈশ্বরত্ব এবং মানবত্ব, স্বর্গ এবং পৃথিবীর সংযোগস্থলে একত্রে মিলে ছিলেন। তিনি শুধুমাত্র জন্ম নেওয়ার জন্য ঐক্যমত হন নাই, কিন্তু সম্পূর্ণ মানব হতে চেয়েছেন, যেন তিনি মৃত্যু গ্রহণ করতে পারেন। ঈশ্বর হিসেবে, তিনি মানব হয়েছিলেন। তিনি ঈশ্বর পুত্র ছিলেন কিন্তু মনুষ্য পুত্র হলেন।[3]

এই হল খ্রীষ্টিয়ানত্বের মহা সত্য। যদি আপনি এই সত্যকে বিশ্বাস করতে পারেন, তবে খ্রীষ্টিয়ানত্বের অন্যান্য সত্যকেও আপনি গ্রহণ করতে পারবেন। হ্যাঁ, খ্রীষ্টিয়ানত্বের আকস্মিক সত্য হল যে, নাসরতীয় যীশু, ঈশ্বর ছিলেন, তিনি মানব হলেন- তিনি ঈশ্বরত্বকে কোন প্রকার খাট না করে মানবত্ব গ্রহণ করেন, যাহাতে তিনি সত্যিকার অর্থে সম্পূর্ণ ঈশ্বর ছিলেন সেই সাথে তিনি মানবও ছিলেন। যিনি খ্রীষ্টিয়ানত্বের এই অংশ বিশ্বাস করতে পারে তাহার পক্ষে বাদবাকি সবকিছু বিশ্বাস করা সমস্যা হবে না।

---

[3]"ঈশ্বর একটি মানুষের মধ্যে বাস করেন নাই। ঐরূপ অনেকেই ছিল। কোন মানুষ ঈশ্বরত্ব পায় নাই। ঐরূপ কোন প্রকারা কাহিনী মুর্তিপুজকদের চিন্তার পদ্ধতিতেও রক্ষিত ছিলনা; কিন্তু ঈশ্বর ও মানুষ এই দুই প্রকৃতিকে এক ব্যক্তিত্বে যুক্ত করলেন, এমন একটি নিগুড়তত্ব, ব্যাখ্যার অযোগ্যকে যোগ্য করলেন" (G. Campbell Morgan, *The Crises of the Christ* [Old Tappan, N.J.: Fleming H. Revell Co., 1936], 79)।

যোহন লিখেছিলেন "আর সেই বাক্য মাংসে মূর্তিমান হইলেন, এবং আমাদের মধ্যে প্রবাস করিলেন" (যোহন ১:১৪এ)। অন্য কথায় ঈশ্বর মানব হলেন, ঐশ্বরিক পুত্র যিহূদী হলেন; সর্বশক্তিমান এই পৃথিবীতে সহায়হীন মানব শিশু বেশে আসলেন, তাঁহার নিজের শয্যায় শয়ন করা এক দৃষ্টিতে তাকানো, দেহ ঘুরে ফিরে চলা এবং শব্দ করা ছাড়া কিছুই করতে পারতেন না। তাঁহাকে খাবার খাওয়ানো, পোশাক পরিবর্তন করা এবং অন্য শিশুদের মত কথা শিখানো প্রয়োজন ছিল। এইটা বিভ্রান্তিকর ছিল না অথবা প্রতারণা ছিলনা, সত্যিকার অর্থে ঈশ্বরের পুত্রের শিশুকাল যাপন করতে হয়েছিল। যতই বেশি এই বিষয়ে চিন্তা করবেন, ততই আপনি আশ্চর্য হবেন। মাংসে মূর্তিমান হওয়া ছিল অবিশ্বাসের অথবা অপর্যাপ্ত বিশ্বাসের- যাহা অনেকেরই সু-সমাচারের অন্যান্য সত্যের সাথে এই সত্য বুঝতে কষ্ট হয়। যখন মাংসে মূর্তিমানকে কেহ সত্যিকারে বুঝতে পারে তাহার জন্য অন্যান্য সমস্যা দুর হয়ে যায়।[4]

তৃতীয়ত, তিনি মানব সেবক হলেন। তিনি রাজপুরীতে রাজা হিসেবে জীবন যাপন করেন নাই, কিন্তু দরিদ্র সেবক হিসেবে, সেবা করতেন। তিনি সেবা পেতে নয় বরং সেবা করতে এসেছিলেন। তিনি আমাদের দেখাতে এলেন, ঈশ্বর কেমন এবং সত্যিকার মানবত্ব কেমন (মার্ক ১০:৪৫)।

চতুর্থত, তিনি মৃত্যুকে বরণ করলেন। মৃত্যুকে গ্রহণ না করলে তিনি পরিপূর্ণ মানব হতে পারতেন না। তিনি মানবের সাথে সহ-মানব হিসেবে নিজেকে পরিচয় করালেন। তিনি সবচেয়ে জঘন্য ক্রুশীয় মৃত্যুর মত মৃত্যুকে গ্রহণ করলেন। আমি ঘুমন্ত অবস্থায় মরতে চাই। আপনি কি ভাবে চান? এই বিষয়ে আমরা যীশুর মত নই। তিনি যন্ত্রণা দায়ক শাস্তি স্বরূপ মৃত্যু গ্রহণ করেন নিজের ইচ্ছায়, স্বেচ্ছায় এবং কোন প্রকার নিবারণ ব্যতীত।

---

[4]J. I. Packer, *Knowing God* (Downers Grove, Ill.: InterVarsity Press, 1973), 46.

তিনি ঈশ্বর-মানব হিসেবে আমাদের মাঝে জীবন যাপন করেছেন

যীশু সম্পর্কিত অন্য আরেকটি সত্য যাহা নিয়ে আমাদের একটু চিন্তা করতে হবে, তাহলো তিনি আমাদের মাঝে ঈশ্বর মানব হিসেবে জীবন যাপন করেছিলেন।

আমরা আশা করেছিলাম ঈশ্বর মানবের এক বিশেষ ধরনের জাগতিক জীবন থাকবে। ঈশ্বর মানব অন্য সকলের চেয়ে সম্পূর্ণ আলাদা হবেন। আমরা আশ্চর্য হব না যদি মথি, মার্ক, লূক এবং যোহন, তাঁহার জীবনকে যাহারা জাগতিক জীবন যাপন করেছিলেন, তাহাদের চেয়ে ঊর্ধ্বে তুলে ধরে দেখিয়ে থাকেন।

যদি ঈশ্বর মানব হয়ে থাকেন, তবে তাঁহার বিশেষ ধরনের জন্মের প্রয়োজন হবে। তাঁহার জন্ম তেমনই ছিলঃ মথি ও লূকের লেখা সু-সমাচারে তাহারা উল্লেখ করেছেন তিনি কুমারী মরিয়মের গর্ভে জন্ম গ্রহণ করেছেন। তাঁহার একজন জাগতিক মাতা ছিলেন, কিন্তু জাগতিক পিতা নয়, কারণ তিনি পবিত্র আত্মার দ্বারা গর্ভে এসেছিলেন (মথি ১:২০)।

আমরা আরও আশা করবো যে, তাঁহার জীবন বিশুদ্ধ হবে, যাহার কাছে থাকবে আধ্যাত্মিক শিক্ষা, যাহা মরণশীল মানবের দ্বারা পাওয়া সম্ভব হবেনা। আশ্চর্যের কিছুই নাই যখন আমরা পড়ি যে, তাঁহার মত করে এমন কথা আর কেহ কখন বলতে পারে নাই (যোহন ৭:৪৬) যাহারা তাঁহার সাথে পরিচিত হয়েছিলেন এবং তাঁহাকে শিক্ষা দিতে শুনেছিলেন তাঁহার জীবন ও শিক্ষায় তাহারা আশ্চর্য হয়েছিলেন।

যদি তিনি মাংসে ঈশ্বর ছিলেন, তবে কেন আমরা আশ্চর্য হব যে, তাঁহার মানবের ক্ষমতার ঊর্ধ্বে ক্ষমতা দেখিয়েছিলেন, আশ্চর্য কাজ করে। আমাদের বলা হয়েছে যে তিনি এমন আশ্চর্য কাজ করেছিলেন যাহা তাঁহার শত্রুদের কাছেও মনে হয়েছিল যে, ইহা প্রকৃতির ঊর্ধ্বে এবং ক্ষমতার বাহিরে। তিনি মৃতদের জীবন

দিয়েছিলেন (যোহন ১১:৪৩,৪৪)। অন্ধদের চোখ দিয়েছেন (মার্ক ৮) এবং স্বল্প রুটি ও মাছ বহু সংখ্যায় পরিণত করেন (যোহন ৬)। আসল কথা হল যে, তাঁহার এই সমস্ত ক্ষমতা আমাদের কাছে কখনই অদ্ভুত মনে হয় না। তিনিই তো সব কিছু তৈরি করেছেন এবং প্রতিপালন করতেছেন।

আমরা কি আশা করি না যে, তাঁহার মৃত্যুটা পৃথিবীর ইতিহাসে সম্পূর্ণ আলাদা এক ভাবে হবে? কারণ, ঈশ্বরের ক্রুশে মৃত্যু হবে সর্বকালের আশ্চর্য কাজ। সু-সমাচারে দেখা যায় যে, তাহাই হয়েছিল। যীশুর মৃত্যুতে আকাশ অন্ধকারে ঢেকে গিয়েছিল, ভূমিকম্প হয়েছিল, মন্দিরের পর্দা চিড়ে দ্বিখণ্ডিত হয়েছিল এবং কবর খুলে গিয়েছিল। অনেক ঈশ্বরের লোক যীশুর পুনরুত্থানের পরে কবর থেকে উঠেছিল এবং যিরূশালেমে তাহাদের জীবিত ঘোরাফেরা করতে দেখা গিয়েছিল (মথি ২৭:৫০-৫৩)। যখন ঈশ্বর-মানব মারা গিয়েছিলেন, এই বিশেষ ঘটনাটি ঘটেছিল- যাহা সৃষ্টির পূর্বেই পরিকল্পনা করা হয়েছিল।

আমরা কি আরও আশা করব না যে, ঈশ্বর মানবের মৃত্যুর উপরে ক্ষমতা আছে? অবশ্যই, তিনি মৃত্যু হতে উঠেছিলেন। তাঁহার জীবনের এই ঘটনাটি একটি পরিষ্কার ঘটনা। চারটি সু-সমাচারই একত্রে তাঁহার পুনরুত্থান সম্পর্কে বিস্তারিত ভাবে লিখেছে। তিনি তাঁহাকে আমাদের পাপের জন্য দান করেছিলেন, কিন্তু তিনি মৃত্যু থেকে উঠেছেন যাহাতে আমরা যেন জানি যে, তিনি সত্যিকারে ঐশ্বরিক ছিলেন।

উপসংহার

অতএব, এখানে, যীশু সম্পর্কে তিনটি সত্য যাহা আমরা কখনই ভুলে যাবনা। তিনি ঈশ্বর ছিলেন ও আছেন, তিনি মানব হয়েছিলেন, তিনি আমাদের মাঝে ঈশ্বর-মানব হিসেবে বাস করেছিলেন।

যীশু সম্পর্কে এই তিনটি সত্য আমাদেরকে দুইভাবে উৎসাহ

দিতে পারে। প্রথমত, উহা আমাদের স্মরণ করিয়ে দেয় যে, আমাদের উদ্ধারকর্তা একজন সহায়হীন মানব নয়, কিন্তু ঈশ্বর- সর্বশক্তিমান, অনন্তকালীন, সৃষ্টিকারী এবং রক্ষাকারী ঈশ্বর।

দ্বিতীয়ত, আমরা যীশুর আদিতে বর্তমান ও মানব জাতির প্রতি সত্য ভালবাসা দেখতে পাই। তাঁহার পৃথিবীতে আগমন ও আমাদের পাপের জন্য মৃত্যুই আমাদের পরিত্রাণের একমাত্র প্রত্যাশা যোগান দান করে। যীশু আমাদের এই প্রত্যাশা দেওয়ার জন্য আসতে ইচ্ছুক ছিলেন বলে প্রত্যাশা পেয়েছি। তিনি আমাদের পরিত্রাণের জন্য নিজেকে উৎসর্গ করেছিলেন কিন্তু এই পৃথিবীর মানব এই কথা কি গ্রহণ করবে এবং পরিত্রিত হবে? যীশু কি মাত্র কয়েকজনের জন্য সব কিছু পরিত্যাগ করেছেন? যীশু আমাদের জন্য এই ঝুঁকি নিতে ইচ্ছুক ছিলেন। তিনি আমাদের পরিত্রাণ দাতা হলেন। অন্য কেহ আমাদের উদ্ধার করতে পারবে না। যদি তিনি না আসতেন, আমাদের কোন প্রত্যাশা ছিলনা।

আপনি কি কখনও পিপীলিকা হবার কল্পনা করতে পারেন? আপনাকে মানব হিসেবে অনেক সম্পদ পরিত্যাগ করতে হবে। যেমন- আপনার মানবদেহ, আপনার শক্তি এবং আপনার বুদ্ধি। একটি পিপীলিকার মত সীমিত ভাবে জীবন যাপন করতে হবে। যীশু একটি পিপীলিকা হয়ে আসেন নাই কিন্তু স্বর্গীয় সম্মান ত্যাগ করে নেমে এসেছিলেন, যেন তিনি পলেষ্টীয়তে, মানব জীবন যাপন করতে পারেন, যাহা একজন মানবের পিপীলিকা হবার চেয়েও অনেক বড় অপমানকর ছিল। হ্যাঁ, যীশু মানব বেশে এসেছিলেন যেন আমরা ঈশ্বরের সন্তান হতে পারি।[5]

আসুন, যীশু যাহা আমাদের জন্য করলেন তাঁহার জন্য আনন্দ

[5]"তিনিই অনন্তকালীন সত্ত্বা যিনি সবকিছু জানতেন এবং যিনি সমস্ত বিশ্বকে সৃষ্টি করেছিলেন, তিনি শুধুমাত্র একজন পুর্ন বয়স্ক পুরুষ হলেন না কিন্তু (উহার পুর্বে) তিনি শিশু হয়েছিলেন, এবং তাহারও পুর্বে তিনি স্ত্রীলোকের জঠরের মধ্যে ছিলেন। যদি আপনি উহা অবধাবন করতে চান তবে ভাবুন আপনি কাঁকড়া অথবা শামুকের মত হলে আপনার কেমন লাগবে" (C. S. Lewis, *Mere Christianity*, rev. ed. [New York: Macmillan Publishing Co., 1952], 155)।

করি এবং সিদ্ধান্ত নেই এখুনি আমরা তাঁহার অনুগত হইব এবং তাঁহাকেই অনুসরণ করব।

অধ্যয়ন সহায়ক প্রশ্নাবলী

(উত্তর পাওয়া যাবে 240 পৃষ্ঠায়)

১। নতুন নিয়মের প্রথম চারটি পুস্তকে কি প্রকাশ করা হয়েছে?

২। যীশুর জন্মই কি তাঁহার আরম্ভ ছিল?

৩। যোহনের পুস্তকে ১:১-৫ পদ থেকে চারটি মহা সত্যের তালিকা দিন।

৪। আমাদের মত হতে যীশু নেমে আসার জন্য যে চারটি পদক্ষেপ নিয়েছিলেন তাহা কি কি?

৫। খ্রীষ্টিয়ানত্বের কেন্দ্র হিসেবে কোন সত্য আছে যাহা আপনি বিশ্বাস করলে অন্য সকল সত্যকে অনায়াসে বিশ্বাস করতে পারবেন?

৬। যীশুর জন্ম কিভাবে বিশেষ এক জন্ম ছিল?

৭। যীশু সম্পর্কে কোন তিনটি সত্য আমাদের কখনও ভুলে যাওয়া যাবে না?

৮। মানুষের পিপীলিকা হওয়ার চেয়েও কেন যীশুর মানব হওয়াটা ছিল নিম্ন হবার বড় পদক্ষেপ?

বাক্য সহায়ক শব্দাবলী

মাংসে মুর্তিমানঃ ঈশ্বরের পুত্রের মানব দেহে আবির্ভাব; মানব জীবন যাপনের জন্য যীশুর এই পৃথিবীতে আগমন।

মধ্যে থাকাঃ মধ্যে বসবাস করা, যেমন পবিত্র আত্মা বসবাস করে, অথবা জীবন যাপন করে খ্রীষ্টিয়ানদের মধ্যে (১করি ৬:১৯,২০)।

পূর্ব হতে বর্তমানঃ পৃথিবী সৃষ্টির পূর্বে বর্তমান থাকা। এই প্রকৃতি শুধু মাত্র ঈশ্বর-স্বরূপের আছে (ঈশ্বর পিতা, ঈশ্বর পুত্র, ঈশ্বর আত্মা)। মানব বেশে আসবার পূর্বেও যীশু ছিলেন। তিনি অনন্তকালীন সত্তা যিনি সর্বদা ছিলেন এবং থাকবেন চিরকাল। (দেখুন যোহন ১:১-১১।)